# চিত্রাম্বরী বন্দীশ্

# এট্সেট্রা

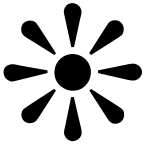

গার্গী ভট্টাচার্য

# Chitrambori Bandish

## etc.

Gargi Bhattacharya

*****

Copyrighted Material

আমি একজন ভোলাটাইল স্রষ্টা । ভেবেছিলাম নাম দেবো রূপরেখা কিন্তু ওটা বদলে দিলাম , চিত্রাম্বরী বন্দীশ্ এট্সেট্রা-- এটাও মন্দ নয় তাই না ?

**প্রিয় লেখিকা , স্বর্গীয়া মহাশ্বেতা দেবীকে -যাঁর শনিচরী আমার স্বপ্নের চরিত্র -----**

অজ্ঞাতবাসে রয়েছে একটি নীল ,সজাগ আলো । আলো, এখন এক ভগ্ন অট্টালিকায় থাকে । এই অট্টালিকা এক গুপ্তস্থানে অবস্থিত । আলোটি যেখানে আছে সেখানে তৈরি হয়েছে একটি গুপ্ত সমাজ । প্রতি সাঁঝে আলোখানি ভেঙে যায় এবং নতুন নতুন চেতনার সৃষ্টি হয় । এইসব চরিত্রদের নিয়েই লেখা হল এই কাহিনী । সূর্য অস্ত গেলে, দুনিয়া ডুবে যায় অন্ধকারে কিন্তু ঠিক সেই সময় সজীব হয় অন্য ভুবনের আলো রেখা । এক একটি রূপ ধারণ করে এই আলো , প্রতি রাতে । সেই সমস্ত রূপের বন্দীশ শুরু হোক্ ! একটি বৃহৎ আলো থেকে হয় সমস্ত আবেগের জন্ম । একটি সরলরেখায় আঁকা মানব জীবনের প্রতিটি চরিত্র । শুন্য থেকে আলো আর তারপর অনেক অনেক আবেগ ও মানুষ ! **এই কাহিনী কবিতা আকারে লেখা হলেও এর ছন্দ মেলানো হয়েছে আগের দিকে । প্রথম শব্দগুলো ছন্দের আকারে আছে । শেষে সাধারণ গদ্যের মতন লেখা ।**

**পাঠকের অনুরোধে আরেকটি পান্ডুলিপি । লেখাটি আকরিক ; কারণ সম্পাদনা করা হয়নি ।**

# তিরিং

বনবালা তিরিং করে কলসীতে স্কেচ্
উজ্জ্বলা সে পোশাক আশাকে আর কাজেও ।
তার কাজ দেখে খুশী বিদেশী চৈনিক
আর কিনে নিতে চায় তার শিল্পের ভান্ডার ।
মেড্ ইন্ চায়নার বদলে ভারতের গুপ্ত সমাজে
রেড্ চীনামানুষ দেখেছে বেশি লাভের সংকেত ।
তিরিং এর গ্রামীণ শিল্প কর্ম
হেরিং মাছের ডিশ খেতে খেতে
যোগ করেছে চীনারা নিজেদের ব্যবসাতে
ভোগ করবে এবার গুণী মেয়ের কাজের ফলাফল ।
বলবে সব মেড ইন চায়না
শুনবে তবুও - চায়নায় নেই কোনো হায়না !
ডুংরী নয় নাম ওর তিরিং
ঠুংরী নয় গায় সে পথনাটিকার গান !

মেয়ে চেয়েছিলো নিজের কলা নিয়েই
গেয়ে যাবে জীবনের গান নদীতে ভেলা বেয়ে ।
অসৎ ভুবনের করাল গ্রাসে গিয়ে
ফুরসৎ পেলোনা নিজেকে শুদ্ধ রাখার ।
অনেক কসরৎ করলেও টাকা মাটি নয়
শতেক মহামানব যা বলে গেছেন তা তত খাঁটি নয় ।
বাস্তব জগতে টাকা লাগে সবার
স্তব করে যারা আর যারা আনাড়ি ।

মেয়ে তিরিং আর তার রচিত ছবি
ধেয়ে যায় বিশ্ব দরবারে- চীনার সাথে সম্পর্কের কারণে ।
ওরা ব্যবসাদার তাই লাভ লোকসান বোঝে ;
যারা বোঝে তারাই আধুনিক জগতে শেষ পর্যন্ত বাঁচে ।
দরিদ্র মেয়ে হলেও, কাজ অপছন্দ হলে
ছিদ্র থাকলেই শিল্পকলায়- কলসী ভেঙে ফেলতো
টাকা ও মোহরের টানাটানি সত্ত্বেও,
ফাঁকা হয়নি প্রতিভার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ।
বাজে ডিজাইন ভেঙে নতুন করে গড়ে
সাজে তার আঙিনা আবার নতুন নক্‌শার কলসে ।
ওর কাজ সর্বত্র ছড়ালো আর ধনসম্পদও পেলো ---!!!
**জোর করে কেউ নেয়নি তবুও কেন ওর মনে এত অশান্তি ?**

*****

**পরের রাতে আলো আবার নতুন চরিত্র হয় ।**
**এবার বন্দীশের মুখোশ মানে চেতনার নাম হল সোনালী ।**

সোনালী এক মেয়ে ; যার বসবাস এক গুপ্ত সমাজে
রূপালী তার দেহ হলেও কাজ মাটির কাছাকাছি ।
লন্ঠন নিয়ে মেয়েটি , রোজ রাতে নদীর চরায়
অবগুন্ঠন না থাকলেও- সোনার কুচি কুড়ায় ।
কিকিবন নদীর নাম- যা আদতে কোনো সোনার খনি বেয়ে
সমীরণ হয়ে ; ধেয়ে এসেছে ঢেউ এর সাথে
তাই স্রোতে আছে বহু সোনার কুচি যা অনেকেই পায়
নাই নাই করেও অনেক সময় তা পাহাড়ের চাঁই হয়ে যায় !

সোনালী তাই খুঁজে ফেরে সত্য সোনার কুচি
হেঁয়ালি নয় এটা, একদম খাঁটি বাস্তব ।
সোনার মেয়ে হয়ে ওঠা মানবী এখন
জানার চেষ্টা করে এই রূপকথার উৎস কোথায় !
বংশ পরম্পরায় খুঁজে ফেরে সোনা ; করে গোল্ড ওয়াশিং
ধ্বংস হয়নি এই খনি কয়েক শতাব্দী ধরেও ।

*****

**নির্বাসিত আলো এবার ক্রূর লোচন । যেই মানুষের ছায়া পড়েছে সে এক নরখাদক । তাই যেই মেয়েটি ভুগেছিলো সে প্রতিশোধ নেয় ।**

ঘুমেরি- মেয়ের নাম ঘুরে ঘুরে চলে
তাহেরি পুলাউ খেয়ে শয্যায় ঢলে পড়ে ।
স্বামী ত্যাগ করেছে ওর ক্রিয়া কর্মের জন্য
আসামী ভেবেছে ওকে, ডার্ক স্পিরিট নিয়ে কাজ বলে ।
আসলে এক নরখাদক ওকে ধর্ষণ করেছিলো
বলে ; ও তাকে ডার্ক স্পিরিটের কোলে ছুঁড়ে ফেলেছে ।
প্রতিশোধ নিয়েছে তাই- স্বামী পলাতক
বোধ নেই পতিদেবের যে অন্যায় হজম করাও পাপ,
এটা ঘুমেরি মনে করে ।
সেটা ও সবাইকে যুক্তি দিয়ে বোঝায় !!!
আইন তো আছে শাস্তি দেবার জন্য-
ফাইন সেন্স ছেড়ে কেন ঘুমেরি করতে গেলো

ব্ল্যাক ম্যাজিক-- সেটাই প্রশ্ন , বরের মনে ।
জ্যাক যার নাম ; পরিবার থেকেই পাওয়া ।
ঘুমেরি আবার পূর্ব জন্ম-টন্ম নিয়ে কারবার করে
ফেরি করে আবেগ , পূর্বজন্মের সখা ওর সাথী এখন ।
শুরু হয় গোলমাল সেখান থেকেও
ভুরু কুঁচকে তাকায় জ্যাক, যার আছে ধর্মগুরু ।
স্ট্রিং মরাল সায়েন্স, নীতিবাগীশ যুবকের
ভড়ং না করে সে সততার চিত্র আঁকে ।
শোধন করতে ঘুমেরি নিজেকে এখন
রোদন না করে, সেবায় নেমেছে ।
খরা আর অনাবৃষ্টি সাধারণ সমাজে
জরা বা জরাগ্রস্ত হয় অর্থনীতি এইভাবে ।
ফ্রিতে গরু ভ্যাড়ার খাবার বিলায় ;
ট্রিতে-সবুজাভা না থাকলে, শুকনো খাদ্যেই হয় উপকার ।

*****

**আলো আরো গভীর ; নতুন আকারে ছড়িয়ে পড়ে ।**
**এবারে চেতনা যার, সে মৃত মানুষের ক্ষতবিক্ষত মুখগুলোকে সুন্দর করে । নাম হল শ্রীময়ী ।**

শ্রী যুক্ত ময়ী ; রোজ রাত্রির কোলে বসে
শ্রী বুলায় মৃতের ক্ষতবিক্ষত দেহে ও মুখে ।
এই কাজ সারাটা জীবনই করে যায় ;
সেই মাংসপিন্ড আর কঙ্কাল সরিয়ে তাকে একটা রূপ দেয় ।

ভয়ানক এই কাজ করলেও তার নেই কোনো আক্ষেপ-
অচানক্ এই কাজে সে নিজেকে যুক্ত করেনি ।
মৃতকে সংজ্ঞা ও আভিজাত্য দেওয়ার ব্রত নিয়েছে
অমৃতকে আনে ; জাগবে না তাই বিকট দেহ অশোভন
এই মত বিলায় শ্রীময়ী- কাজের মাধ্যমে
সেই কাজকে অনেকে নিচু চোখে দেখে ।
ইগো ইগো আর ইগো- তাই শ্রী বলে
ভাগো ভাগো ভাগো জীবিত , মোটা দাগের মানুষের দল ।
ময়না তদন্ত হয়ে গেলে
আয়না নিয়ে বসে শ্রীময়ী !!
ক্লায়েন্টের মৃতদেহটা কোলে নিয়ে
জায়েন্টের ঘৃণা আর কটূভাষণ ফল হিসেবে পেয়েও ।
যার যা কাজ, সেটা করে সে সুখী হলেই
তার আর অন্যকিছু ভাববার অবকাশ থাকেনা ।
শ্রী এই ময়ী, ভিডিও ব্লগ করেনা
ত্রি-নয়নে তার কাজ আর কাজ ।
সুচিত্রা সেনের মতন রহস্যে মোড়া
বিচিত্রা বলে তাকেও ডাকা যায় ।

*****

**আলো এবার নতুন আকার নেবে । আজ পূর্ণিমা । তাই চাঁদের আলোয় ভেসে যায় সব । আলোর নামও মিঠে ।বড় মিঠেল ।**

রাশা -গেছে নয়ন বেঁধে অন্ধদের মতন এক ডেটে ,
আশা তার যে সৌন্দর্য্যের বাইরেও কেউ পারবে তাকে ছুঁতে
চোখ বাঁধা এই ডেটে অভ্যস্ত অনেকে
পরখ করে নিতে চায় আগামী দিনের সঙ্গীর মতলব ।
রাশা নামের মেয়ে, যায় ধেয়ে
হতাশা নিয়ে ফেরে
কারণ বেশিরভাগ পুরুষই রূপের কাঙাল !
বারণ করলেও শোনেনা , নারীবাদীদের চোখ রাঙানী !
তুমি বলো পাঠক- রূপ আর যৌনতাই কী সব ?
স্বামী দায়িত্ব-বাণ (তীর) কিনা , মেয়েরা দেখে নেবেনা ?
এই ডেট থেকে যারা জীবন সাথী পায়
সেই সাথীই বেশিদিন টেঁকে, বলে ভাবা হয় ।
রক্ত মাংসের বাইরে যে পরমাণুর পোশাক
ভক্ত তারাই হবে- যারা সেই অণুর স্তরকে ছুঁতে পারে ।
এই ডেটের আয়োজকের সেরকমই বক্তব্য
সেই সমস্ত লোকেরা এখানে সঙ্গী পাবে যাদের দানব নেই ।
হৃদয় নিয়ে যাদের কারবার
সদয় হয় তারাই এই আসরে ।
মনের সাথে মনের মিল
প্রাণের রসে ভিজে ওঠে সপ্তপদী ।

**নির্বাসিত আলো এবার এক রেসিস্ট ।**
**এর নাম চয়ন । এর কথা শোনা যাক্ ।**

চয়ন এক আজব মানুষ !
নয়ন তার ঠাসা আগুনে , সবসময় ।
বলে , স্কিন কালারের ব্যান্ড এড্- কার স্কিনের মতন ?
চলে না আমার স্কিনে আর কালোদের জঘন্য স্কিনেও ।
কে করেছে এই ব্যান্ড এড্ আবিস্কার ?
সে পাবে সবার কাছে ধিক্কার !
আচ্ছা , যতবারই সে স্কিন কালার শোনে
সাচ্চা কালার কোথাও মেলেনা ।
তবে নামটা বদলেই দাও
কবে আর এই রং এর মানুষ পাবে তুমি ?
পুরুষ হলেও তার রূপ চর্চা দেখবার মতন
কুরুশ বা বুরুশ নয়, সে মুখে ফলমূল মাখে ।
প্রাত:রাশের পড়ে থাকা সমস্ত ফলগুলো নিয়ে
বিশ্বাসের জোরে, মুখের চামড়ায় বুলিয়ে দেয় ।
এগুলো শিখেছে ধড়ক গার্ল, জাহ্নবী কাপুড়ের কাছে
সেগুলো নিয়ে এখন সময় কাটায় ।
আসলে এগুলো শ্রীদেবীর টোট্কা ;
ফসলে ছিলো তার অগাধ আস্থা ।
চয়ন ভাবে, এতকিছু করেও শ্রীদেবী স্কিন কালারের
নয়ন দুটি বন্ধ না করে , ব্যান্ড এড্ পেয়েছিলো ?

*****

**আলোর মালায় ভেসে চলে গল্পগাথা । নতুন নতুন মানুষের আবির্ভাব হয় । তবুও কেউ যেন ঠিক মানুষ নয় !**
**শক্তি আর শান্তি দিয়ে গড়া এই গুপ্ত সমাজ , লুকিয়ে আছে এরা তাই কেউ জানেনা এদের কথা ।**

এক দেশে , রাজকুমারের বিয়ে তাই গরীবদের গুলি করে
এক একজন নয়, গোটা সেনাবাহিনীর মানুষ ।
কারণ বিদেশীদের, এইসব ঘৃণ্য মানুষদের দেখাতে চায়না ।
বারণ করেছিলো মন্ত্রী সান্ত্রী , তবুও রাজা শোনেনি ।
এখানে ছিলো এক ফাইনান্স গুরু
যেখানে সে সুযোগ পেতো, নিজের বিদ্যা জাহির করতো ।
এইসব বলে লোকে ওর বদনাম দেয় তবুও
সেইসব কথা কিন্তু যথেষ্ট দাম পায় ।
মাইক ম্যালরোনির ভিডিও দেখাতে ;
বাইক চড়ে যেতো ফাইনান্স গুরু, সাধারণ লোকের মাঝে ।
এই সময় সবাই কেবলই সোনা , রূপা কিনে রাখো ।
সেই সময় যখন অর্থনীতি বসে যাবে, তখন লাভবান হবে ।
রাজার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করেছে বলে ওকে জেলে দিলো,
সাজার পরিমান দেখে, উন্মাদও কেঁদে ভাসালো ।
আচ্ছা- এতো না হয় পাগল এক ফাইনান্স গুরু !
বাচ্চা তো বোঝে যে মাইক ম্যালরোনি ফাজিল নন
পান্ডিত্যে ভরা তার ভিডিও গুলো
পাশ্চাত্যে কেবল নয় , দক্ষিণ থেকে পূর্বে ছেয়ে গেছে !!!

**আলো আবারও ভেঙে গেলো । নতুন রূপ নিলো । এবার আরেক চরিত্র । ছন্দবাণীতে ঢাকা তার মুখ !**

ইনি হলেন ফিজিসিস্ট !
তিনি বলেন, ওহে ইকোনমিস্ট!তোমার ছোট্ট মাথাটা খাটাও
তুমি যা বলো ,
আমি তার থেকে প্রশ্ন করছি ;
কী করে ফাইনাইট সমাজে, ইনফাইনাইট গ্রোথ হবে ?
**জী** বলে তোমাকে লোকে তবুও সম্মান দেয় ।
একটা ম্যান মেড্ সিস্টেম, কেন বারবার ধ্বসে যায় ?
ফাঁকটা কোথায় তা বুঝতে পারো? এই আই কিউ নিয়ে ?
আমাদের হাতে দাও, আমরা এমন ব্যবস্থা করে দেবো
তোমাদের আর বারবার রিসেশানের কবলে পড়তে হবেনা !
অঙ্কটা তো চিরকালই কম পারো
শঙ্খটা বাজানোর আগে এবার ভালো করে ধরো !
যেন আর রিসেশান না হয়
কেন বারবার মানুষকে পাইয়ে দাও ভয় ?
সাধারণ মানুষ এবার ভেঙে পড়ার আগে
অসাধারণ উপায়ে কিছু কামিয়ে নেবে !
ফ্রিতে আর ওরা কিছু করবে না,
ট্রি-তে নাহলেও, গ্যারাজ সেল করে করে কামিয়ে নেবে !
ঠকাও -সাধারণ মানুষকে কেবল
পাকাও চোখ আমাদের দিকে মোরা নিউক্লিয়ার বোমা বানাই
একটা পাউরুটি কিনতে গেলে এক স্যুটকেস্ টাকা লাগে
সবটা দিলেই পাবে এক পাউন্ড রুটি এমন দেশও আছে ।

এ কেমন টাকার খেলা ? কেন ভাসাও মিথ্যার ভেলা ?
সে কি নিজের লাভ বাড়াতে নয় ?
তুমি কী ভেবেছো অঙ্ক পারা লোকেরা পাবে ভয় ?
আমি এটাই বলতে চাই যে আমরা সব বুঝতে পারি
ফাঁসিও না বেচারা সাধারণ লোকেদের!
ভাসিও আনন্দের ভেলা ,একটু হলেও ওদের জন্য ।
গোল্ড রিজার্ভ না রেখে -কেবল কাগুজে টাকা
ওল্ড মানি কেবলই কাগজ--- নেই কোনো শক্তি তাতে ।

.....

**(Mike Maloney --** ইনি একজন ফাইনান্স গুরু । সৎ পরামর্শ দিয়ে থাকেন ইউ- টিউবে । আমি নামটা একটু বদলে দিলাম ☺ )

**আলো পরের চরিত্র হল । এবার সে এক যুবতী যে বিয়ে করেছে নিজের গুরুকে ।**

বিয়ে হয়নি এই মেয়ের ;
ইয়ে হয়েছে মনে মনে ।
গুরুর স্ত্রী ওকে মেয়ে বলে
শুরুর থেকেই এমন চলেছে ।
তবুও গুরুপত্নী করেনা আপত্তি
যদিও একে অন্যকে মেনে নেওয়া বেশ কঠিন ।
আসলে উনি দেখেছেন স্বামীর তাকে পছন্দ হলেও
নকলে নকলে থাকেন ।ফেক্ সংসার ,ফেক্ জীবন যাপন ।
কারণ শিষ্যা হল বোদ্ধা , হোয়াইট ম্যাজিক বিষয়ে
বারণ করে ওরা ব্ল্যাক ম্যাজিক করতে।
তাতে লোকের অনেক ক্ষতি হয় ,
যাতে উপকার হয়, তাই হোয়াইট ম্যাজিকের ছাতার তলায়
এতে লোকের খুব খুব ভালো হয় ---
তাতে গুরু আর শিষ্যারও মনে থাকে আনন্দ লহরী ।
তাই পত্নীর মত নিয়েই গুরু করেন ছাত্রীকে গ্রহণ
যাই যাই বলেন না স্ত্রী , থাকেন সদাই হাসিমুখে ।

**আলো এগিয়ে চলে । প্রতিরাতে এক একটি চরিত্র হয় । এবারে সে হয় এক নৌকো চালক । এই ব্যাক্তির গল্প শুনবো আমরা ।**

সবুজ বনের মাঝে বেড়ে ওঠে আলিয়া
অবুঝ ছিলোনা সে কোনোদিনই ।
ক্ষেত খামারে করতো চাষ কৈশোর থেকেই
বেত খেতো স্কুলে দেরী করে গেলে ।
অনাবৃষ্টি থেকে হল হঠাৎ খরা
অন্তর্দৃষ্টি বললো এবার অন্য কোথাও যাও ।
তাই এখন আলিয়া চালায় নৌকো
ভাই সাথে আছে , সে হেল্পারের কাজ করে এই নৌকোতেই
তিমি মাছ দেখাতে নিয়ে যায় ওরা
জিমি ওর ভাইয়ের নাম , সে রাঁধে বাড়ে আর খেতে দেয় ।
মাঝ সমুদ্রে গিয়ে তিমির দেখা পায়
কাজ হল, যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ সাগরে ঘুরে বেড়ানো ।
নীল নীল ঢেউ এসে মুছে দেয় ক্লান্তি
সুনীল জলের সে কি অশান্তি !
তিমি মাছ তার বাচ্চাকে আনে উষ্ণ জলের সাগরে ;
রিমিঝিমি করে ওঠে শাবক, সূর্যের লাল আভা মেখে ।
অ্যান্টার্টিকা থেকে আসে মা তিমির দল,
প্যাপরিকা নয় , নৌকোতে রোস্ট আর বিরিয়ানি ।
গরম জলে বাচ্চা বড় হলে ,
চরম শীতের দেশে তাকে নিয়ে চলে যায় মা ।
বাবা তিমি জানেনা কিছুই, মা-ই সব করে
হাবা গোবা বাবা কেবল ওদের খুঁজে খুঁজে মরে ।

একবার নাকি এরা বাংলায় যায় ;
সেবার ওখানে বামপন্থী ঢিল খায় ।
ওরা ধনী ভেবে, ঢিল ছোঁড়ে কমিউনিস্ট
তারা ভাবে এরা সাহেব লোক ; মনে কুৎসিত !
আলিয়া আর জিমি খুব অবাক হয়
কালিয়া নামে একজন ওদের রক্ষা করে ।
ওরা জানতো ভারত কমিউনিস্ট দেশ নয়
সারা বছর ওখানে মানুষ ফ্রি- ভাবেই ঘোরাফেরা করে ।
নেই কোনো বাঁধন । এমনই ভাবে---
তাই ঢিলের আঘাতে খুব অবাক হয় ।
কালিয়া বলে , এরা ফ্রাস্টেটেড্ লোক
দরিয়া নয়, এদের গৃহ একধরণের নরক ।
জীবন থেকে এদের হারিয়ে গেছে স্পর্শ ;
মরণ ধরেছে জড়িয়ে, প্রতিটি মানুষের মায়াবী বক্ষ ।
তাই এরা মারমুখী, সবকিছু হারিয়ে
বাই বলার সময় ওদের জন্য একটু করুণা রেখো ।

**আলোর অন্য খেলা শুরু , ভিন্ন এক খেলাঘর এবার ।**

সোমা কাজ করে এক খাবারের দোকানে,
রিমা হল ওর সাথী- ঐ প্রাঙ্গনে ।
ওরা কাজ করে কিন্তু দ্যাখে
কারা যেন বাইরে থেকে সব করে দিচ্ছে ।
না না , ওরা পাগলিনী নয় !
আনা হয় সবকিছু কিনে বাজার থেকেই
কিন্তু কে যেন সব কাজ করে দিয়ে যায়
জন্তু নয় সে হয়ত কোনো ছায়া মানুষ !!!
পরে ওরা বোঝে, সে আসলে ওদের একেঘেয়ে রুটিন
করে সেসব কাজ আর মনে হয় যেন অন্যরা করছে ।
সোমা আসলে কোনো লিমিট ও রুটিন নয়,
রিমা যেন এক সবুজ মানবী যে হেসে খেলে বেড়ায় ।
তবুও নিজের থেকে কাজ হয়ে চলে
যদিও একে কেউ অনিচ্ছাও বলবে না ।
মনটা পরে থাকে উদাস পিয়ালের বনে,
প্রাণটা রাখার জন্য কেবল এইসব ছাইপাশ করা ।

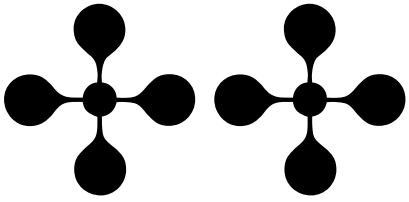

**আলো ;আরো অনেকগুলো আবেগ ধরে রাখে ।আবেগ থেকে মানুষ ।**

নন্দিতা দেশ থেকে পালিয়েছে ;ওখানে চূড়ান্ত অশ্লীলতা
বন্দিতা আর কেউ নয়, সবাই বেশ্যাবৃত্তিতে গেছে ।
পত্রিকা থেকে শুরু করে সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চ
নবপত্রিকা পুজো সব চুলোয় গেছে !
এত ভালগারিটি দেখে সবাই পালায়
কত যুগ আর এসব সহ্য করা যায় ?
নন্দিতা এখন করে হা- হুতাশ
ছন্দিতা নয় সে আর , কেমন ক্লামজি- লোকে তাই বলে ।
স্রষ্টা বলে, ওরা যৌন চেতনা বাড়াচ্ছে
ভ্রষ্টা এখন তারাই যারা প্রতিবাদ করছে ।।

*****

**আলো আরো আলো, অনেক আলোর মালা , আলোর কণিকা দিয়ে তৈরি আলো ঝর্ণা ।**

জয়ী যার নাম সে আগে ছিলো প্রযুক্তিবিদ্ ।
ত্রয়ী তার বাড়ির নাম । আসলে সবুজের মেলা ।
আগে চালিয়ে এসেছে এক প্লান্ট ।
জাগে সেখানে বৌ হবার বাসনা ।
বিয়ে হয় এক কালপুরুষের সাথে
নিয়ে বৌকে চলে যায় পতিদেব অন্য এক দেশে ।

সেখানে মাত্র চারমাস, সূর্যের কিরণ আসে প্রবল ভাবে
ওখানে অন্য সময় ভীষণ ভীষণ শীতল সবকিছু ।
এত কিছু সত্ত্বেও সে করে সবজি চাষ,
কত কিছু যে হয়েছে তার বাগানে, দেখলে অবাক লাগে ।
সবার মাঝখান থেকে উঁকি মারে একটি ক্যাকটাস্
আবার ঢলে পড়ে অন্য সবুজের কোলে ।
প্লান্ট থেকে প্ল্যান্টে এসে, করে আজকাল- **Biology;**

হান্ট করেনা তবে পোকামাকড় মারেই, গাছকে বাঁচাতে ।
বৃষ্টি হলেও ছাতা নিয়ে যায় গাছের কাছে ;
সৃষ্টি করেছে এভাবেই সে, অনন্য এক স্বর্গ ।

*****

**আলোর কণিকা থেকে আলোর স্ফুলিঙ্গ হল । হল আলোর বাগিচা । নক্ষত্রের লেশমাত্র না থাকলেও এবারের আলো এক রাজকন্যার আকার নিলো ।**

মেহি কাজ করে বুড়োদের হাটে
তুহি তার মেয়ে , খাবার দাবার দেয় ।
কেউ পড়ে গেলে ওরা যন্ত্র দিয়ে তোলে
ঢেউ না এলেও অনেক বুড়ো এমনিই তো পড়ে যায় !
এখানে সবাইকে মেশিন দিয়ে তোলার নিয়ম
যেখানে যেমন চলে, সেখানে সেরকমই রীতিনীতি ।
যন্ত্র দিয়ে ওঠানো শিখতে হয়েছে ,
মন্ত্র নয়, এগুলোতে অনেক গায়ের জোর লাগে ।
তন্ত্র না জেনেও ওরা বুড়োদের তোলে
যন্ত্র দিয়ে হলেও অনেকের কোমড় ভেঙে যায় ।

এরকমই এক বুড়ো ছিলো হন্ডা দেশাই
সেরকমই তার ওজন ও আকৃতি
সে নাকি কোন রাজার প্রাইভেট ট্যাঁকশালে ,
কে আর বলবে? রাজার হুকুমেই কাগজের নোট ছাপাতো ।
বাজারে যত লিগ্যাল নোট আছে তার চেয়েও বেশি,
সাজা-রে এগুলো এক এক করে ; বলে ছাপাতো টাকা ।
কড়ি দিয়ে কেনা হতো, কাগজের ফুল
সরি কেউ বলতো না, এতটা দুনম্বরী করেও ।
রিসার্ভ ব্যাঙ্ক নেই, সব প্রাইভেটে চলে
ডিসার্ভ করেনা কেউ সাদামাটা, সরল হিসেব ।
হন্ডা পরে লোক জানাজানি করে
গুন্ডা এসে ওকে আছড়ে ফেলে প্রায় মারে ।
মেশিন দিয়ে ওকে তোলা হয়
বেসিন এর কাছে পড়েছিলো আধমরা হয়েই ।
রাজার নাম ছিলো মণিল্দ্র । তার চ্যাট চ্যাটে ইগো ;
সাজার পরিমান তাই ঢের বেশি ছিলো ।
চ্যাট চ্যাট করে ইগো নরেশ মণিল্দ্র-র ;
ফ্যাট ফ্যাট করে তার গায়ের রং-এমনই আভিজাত্য ।
দেশাই হন্ডা এখন আক্ষেপ করে,
নেশাই ছিলো তখন, চুরি চামারি ধরা ।
এখন বোঝে এতে কিছুই হয়না,
যখন সময় হবে তখনই ফল পাবে দুরাআরা ।
আগে কেউ প্রতিবাদ করলে ভাঙবে মুন্ডু
রাগে এসে কেউ মেরে দেবে, নাহলে করবে খুন ।

**আলো ধীরে ধীরে শীর্ণ হচ্ছে । ভোর হতে চলেছে ।
এবার সূর্য উঠবে । মানুষ জেগে যাবে । গুপ্ত সমাজ লুপ্ত হবে নিশির ডাকের সুরে ।**

ঘটম বাজিয়ে কেউ আইটেম সং এর বোল তোলে
প্রীতম/ডার্লিং নয়, নাচ মেরে বুলবুল তো পাইসা মিলেগা,
একদম গায়কের গলা থেকে যেন বার হল সুরের মূর্ছনা !
সেরকম মনে হবে শুনলে ঘটমের ঐসব বোল ।
একবার এক গুণীজন, বাজনদার কে বলে
দেখবার নেই কিছু ; মহিলার পশ্চাৎদেশে বাজাও ঘটম্ !
নাচ মেরে বুলবুল---মাহি গিলের মতন হিপ্ বাজিয়ে
আঁচ করতে পারবে না কেউ যে কোনো গায়ক নেই ।
সুর আসছে ঘটম্ রুপী মেয়েলি পাছা থেকে,
দূর হবে গায়কের সাথে পয়সা নিয়ে লেনদেনের হিসেব।
গানও হবে , খরচ বাঁচবে আর
মানও থাকবে, কেউ বলবে না কোনো আইটেম সং নেই ।
নিম-রাজি এই মানুষ, অবসরে স্যান্ডউইচ্ বানায়
সন্ত/কাজি বা ছেলেপুলের বন্ধুদের দেয় ,
কোনো পয়সা নেয়না এসবের জন্য
যেন নিজেরই ছানাপোনা সবাই, এমনই মনে করে ।
দরিয়া দিল এমন এক মানুষের অন্ধকারও আছে
মারিয়া ওর বৌ ছিলো -যাকে সে খুন করেছে ।
পাপ ঢাকেনি সে নিজের, ধরা দিয়েছিলো
খাপ থেকে যে তলোয়ার বার করেছিলো ।

ছেলেরা সব, শেষে বিবাগী হল
মেয়েরা, মায়ের মৃত্যুর পরে বাবাকে ভুলে গেলো ।
আবছা করে নিয়ে নিজেকে, বাকি জীবন কাটায়
ইচ্ছা ছিলো তারও একটি সুখের সংসার গড়ার ।
পরকিয়া নয় অন্য কারণ ;
দিয়া জ্বালাতে গিয়ে হল ঝামেলা ।
চিত্র হল--শত্রু মারা যাবার পরে ওর নিজেরই বৌ,
মিত্র হয়ে তার কবরে গিয়ে, জ্বালায় এক মোমবাতি ।
তাতেই ক্রুদ্ধ হয় এই আজব মানুষ- শেরগিল যার নাম ;
রাতেই খুন করে বৌকে , সুযোগও দেয়না কথা বলার ।
সাফাই গাইবার কোনো স্কোপ দিইনি আমি,
সাফাই কর্মী ছিলো আমার বৌ মারিয়া ।
পোশাকি নাম ওর **Kindergarten** টয়লেট ক্লিনার,
পেশা-কি আর কখনো ছোট বা মন্দ হয় ?
সৎ পথে যা কিছু আনবে ঘরে
অসৎ পথের, কোটি টাকার চেয়েও তা মধুর ।
মরতেই হল তবু বৌকে, স্বামীর এত জ্ঞান সত্ত্বেও ,
করতেই হল তাকে, নিজের অন্ধ রাগ প্রদর্শন ।

*****

**আলোটা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে । রোদের উজ্জ্বল আভা ঢুকে পড়ছে ভগ্ন অট্টালিকায় ।**

আফগান দেশের মেয়ে হল সফিনা, থাকে এই গুপ্ত সমাজে
আফগান দেশ থেকে আনা উটেরা আজ বনজ পশু ।
মালিকেরা চলে গেছে ছেড়ে দিয়ে ওদের
বণিকেরা এসেছিলো ওদেরকে নিয়ে এই গুপ্ত প্রদেশে ।

এখন ওরা ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে
তখন খুব কাঁদে সফিনা, বলে ওরাই আমার নিজস্ব।
সফিনা আজব মেয়ে , যেখানেই যায়
কফি-না খেয়ে সে উঠবেই না কোনোমতে ।
সমস্ত নিমন্ত্রণ বাড়ি কিংবা ইয়ার বন্ধুর ঘর
মুখস্থ করে ফেলেছে, নিত্যদিন সাফ করে করে ।
অদ্ভুত স্বভাব ওর !!!
কিম্ভূত ওর ব্যবহার , লোকে বলে ।
কেউ জানেনা কেন সে এমন করে ।
ঢেউ আসে ময়লার-ওর মন বেয়ে
তাই প্রতিটি ঘরদোর, মাঠঘাট-ও
হাই তুলতে তুলতেও সাফ করে ।
কাম , ক্রোধ, ঈর্ষা , লোভ- মনের এইসব
রাম নাম জপলেও হয়না পরিষ্কার ।
রামলীলা দেখে দেখে ক্লান্ত মন,
রাসলীলা দেখতেই সবাই বেশি আগ্রহী ।
নোংরা যতই মুছে দিক্ আফগানি মেয়ে,
ইঁদারা ঢেকে যায় বালির ঝড়ে, শুদ্ধ জলকে অপবিত্র করে ।
মরুভূমিতে জলেরই তো আকাল
সবুজ ভূমিতে বসে তা টের পাওয়া যায়না ।
সারা জীবন জল নিয়েই- জলকেলি
তারা ঢাকা আকাশেও, আফগানি মেয়ে জল খোঁজে ।
তাই অন্যের ঘরবাড়ি সাফ করে দিলেও,
ভাই বলে তাদের ডাকলেও
আসল কারণ হল এই যে- ওকে যেন কেউ নোংরা না বলে
নকল জল দিয়ে নয় ; মরুতে বড় হয় তো জল না পেয়েই ।

**সফিনার মতন এক আজব মানুষ, সত্যি সত্যিই আছে। যেখানেই যাক্ না কেন সব সাফ করে দিয়ে আসে । হোটেল, অন্যের বাসা, অফিস এমন্ক শপিং মলের সিঁড়িও । খুবই অদ্ভুত এক চরিত্র এই মেয়ে । আমেরিকায় আছে।**

---

**আলোর বন্যা আর নেই এখন, আলো খুবই সরু আকার নিয়েছে। কিছু চরিত্র উঠে আসছে তার মধ্যে থেকেই।**

নেলিয়াপ্পায় বন্যা হল ।
নিরালায় অনেক কাঁদলো ডিমারু ।
ডিমারু এক মানুষ যে চালায় পেট্রল পাম্প
শজারু থেকে পাওয়া, এক কাঁটা তার ছিলো ।
সেই অস্ত্র নিয়েই পাম্প শুরু করা
যেই কোনো দুরাত্মা আসতো তাকে আক্রমণ করতো ।
তেলের পাম্প থেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে অনেক লোক
পেলের মতন খেলতে পারতো তাদের কেউ কেউ ।
গুপ্ত সমাজে বসে তারা হল পাম্প কর্মী
লুপ্ত হল পাম্প কর্মক্ষেত্র, যখন সব নিজ পায়ে দাঁড়ালো ।
এখন নেলিয়াপ্পা থেকে এনে অনেক বাণভাসি মানুষ ;
তখন গৃহহীন ছিলো বলে, সবাইকে কিছু কাজ দিলো ।
অনেকেই আজ খুশী ।
অনেকেই আজ সব ফিরে পেয়েছে ।
এসব ছাইপাশ করে ডিমারু পেট্রল পাম্পে বসে ।
সেসব দেখেছে লোকে অনেক ; তাই ওকে সম্মান দেয় ।

**আলোকে, শনি গ্রহ গ্রাস করেছেন । শনি হলেন সূর্যের শত্রু । নিজের বাপের ওপরে তাঁর ভারি অভিমান । ছায়ামার্তন্ড থেকে জন্ম নিলেও, পিতাকে অপছন্দ করেন শনিদেব । তাই শনির করাল গ্রাসে ডুবে যেতে যেতে শেষ এক চরিত্র ভেসে ওঠে । নাম যদি তার দিই শনিচরী !**

আর শনিচরী যেই মেয়ে ;
তার কাজ সেবা হলেও--
এক জননীর মাথায় পোকা দেখে
আরেক সেবকের হাতে তাকে সঁপে দিয়ে
শনিচরী পালায় ।
সহচরী না হয়ে এই সেবিকা
জননীকে ত্যাগ করেছে ।
যোগিনীকে রাজকন্যা ভেবেছে, তাই সে ফিট্‌ফাট থাকবে!
নাম দিয়েছে তার **ফ্লাই ইন ফ্লাই আউট,**
ধাম নেই,প্রায়ই সেবার প্রয়োজনে শনিচরীর দারস্থ হয়
এই কুমারী মায়ের বারবার সন্তান হয়,
সেই শনিচরী ছাড়া গতি নেই তার ।
তাই এমন নামকরণ ।
দাই বা বাঈ পায় উকুনের ভয় !!!
এ কেমন জমানা ভাই ?
কে তবে করবে সেবা এট্‌সেট্রা ?চিত্রাম্বরী বন্দীশ্‌ শোনাবে ?
জননী আজ সুস্থ একেবারে ;
যোগিনী নয় সে, নয় কুমারী- এখন রীতিমতন সংসারি

তার স্বামী দ্যাখে প্রতিরাতে উঠে
ভার করে থাকে মুখ তবুও ;
আসলে ঐ ত্যাগ করা দেখে পেয়েছে খুব দু:খ
তাহলে কী দরকার ছিলো সেবিকা হবার ?
প্রতি রাতে বীভৎস চীৎকার
সতী বৌয়ের এরকম আচরণ
দেখে দেখে বিষণ্ন হয় তার স্বামী
চেখে দেখতে চায়না আর জীবনটাকে
কতটা গভীর হলে ক্ষত এমন হয় ?
যতটা ভাবতে পারো তার চেয়েও অনেক বড় সেই আঘাত ।

**আলো ভাঙে আবার গড়ে নিজেকে । একটা সরলরেখায় চলে এই আলো আর সৃষ্টি হয় অসংখ্য চেতনার যাদের নাম মানুষ । আলোর কবিতা বা গান হল চিত্রাম্বরী বন্দীশ্ ----পরে ঠুংরী, টপ্পা কিংবা নেহাৎ-ই অলৌকিক ।**

# THE END

*****